পবিত্র কোরআনে হুদ (আ:) ও আ'দ জাতির ঘটনা

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

বিসমিল্লাহি রহমানির রহীম

আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু: **"পবিত্র কোরআনে হুদ (আ:) ও আ'দ জাতির ঘটনা-২"**

আ'দ ছিলো আরবের প্রাচীনতম জাতি। আরবের সাধারণ মানুষের মুখে মুখে এদের কাহিনী প্রচলিত ছিল। ছোট ছোট শিশুরাও তাদের নাম জানতো। তাদের অতীত কালের প্রভাব প্রতিপত্তি ও গৌরব-গাঁথা প্রবাদ বাক্যে পরিণত হয়েছিল। এরপর তাদের নাম-নিশানা মুছে যাওয়াটাও প্রবাদের রূপ নিয়েছিল। তাদের এ বিপুল পরিচিতির কারণেই "আদি" শব্দটি আরবী ভাষায় ব্যবহার হয় প্রাচীন ও পুরাতন জিনিসের জন্য। প্রাচীন ধংসাবশেষকেও "আদিয়াত" বলা হয়। আরবি কবিতায় এ জাতির নামের ব্যবহার প্রচুর পাওয়া যায়।

এদের বাসস্থান ছিল "আহকাফ" এলাকা। হিজাজ, ইয়ামান ও ইয়ামামার মধ্যবর্তী "রাবয়ুল খালীর" দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত। এখান থেকে অগ্রসর হয়ে আ'দ জাতি ইয়ামনের পশ্চিম সমুদ্রোপকূল এবং ওমান ও হাজরা মাউত থেকে ইরাক পর্যন্ত নিজেদের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব বিস্তৃত করেছিল। হাজরা মউতের এক জায়গায় হুদ (আ:) এর একটি কবরও পরিচিতি লাভ করেছে। আ'দ জাতিকে আল্লাহ তায়ালা ধ্বংস করে দিয়েছিলন তাদের কুকর্মের জন্য। এদেরকে প্রথম আ'দ বলা হয়। হুদ (আ:) এর সাথে যাদেরকে আল্লাহ বাঁচিয়েছিলেন তাদেরকে দ্বিতীয় আ'দ বলা হয়। তারা ছিলেন হুদ (আ:) অনুসারী।

১৮৩৭ খ্রিষ্টাব্দে James R Wellsted ইংরেজ নৌসেনাপতি "হিসনে গুরারে" একটি পুরাতন স্মৃতি ফলকের সন্ধান লাভ করেন। স্মৃতি ফলকটি হজরত ঈসা (আ:) এর জন্মের ১৮ শত বছর পূর্বের মনে করা হচ্ছে। এ স্মৃতি ফলকে লেখা এটা প্রমাণ করে যে, এই এলাকায় হজরত হুদ ও আ'দ জাতির বাসস্থান ছিল। স্মৃতি ফলকের লেখা নিম্নরূপ:

"আমরা সুদীর্ঘকাল এই দুর্গে এমন অবস্থায় অতিবাহিত করেছিলাম যখন অভাব অনটন আমাদের জীবন থেকে ছিলো অনেক দূরে। আমাদের খালগুলো নদীর পানিতে ভরে থাকতো এবং আমাদের শাসকগন এমন ধরণের বাদশাহ ছিলেন, যারা ছিলেন অসৎ চিন্তা মুক্ত এবং দুস্কৃতিকারী ও বিপর্যয় সৃষ্টিকারী প্রতি কঠোর মনোভাবাপন্ন। তারা হুদের শরীয়ত অনুযায়ী আমাদের উপর শাসনকার্য পরিচালনা করতেন এবং উত্তম ফয়সালা সমূহ একটি কিতাবে লিপিবদ্ধ করে নিতেন। আমরা মুজিযা ও মৃত্যুর পর পুনরুথানের প্রতি ঈমান রাখতাম।"

প্রাচীন প্রথম আ'দ (যাদের ধ্বংস করা হয়েছিল), তারা আল্লাহকে সৃষ্টিকর্তা হিসাবে মেনে নিতো, কিন্তু তার (আল্লাহর) সাথে শরীক করতো। কাউকে "বৃষ্টির" দেবতা, কাউকে "বায়ুর" দেবতা, কাউকে "ধনসম্পদ" দেবতা, কাউকে "রোগের" দেবতা ইত্যাদিকে আল্লাহর সাথে শরীকদার বানিয়ে নিয়েছিল।

ঠিক আজকাল যেমন কোনো মানুষকে অথবা মূর্তিকে দেবতা বানানো হয় "গাউস" (ফরিয়াদ শ্রবণকরী) "দাতা", "বিপদ মোচনকারী", "গনজ বখশ", (গুপ্ত ধনভাণ্ডার) দানকারী ইত্যাদি।

Click here http://www.morningbrightness.fi/

মক্কার মুশরিক ও কুরাইশরাও আল্লাহকে সৃস্টিকর্তা হিসাবে মেনে নিত। কিন্তু তাঁর সাথে এমন অসংখ্য মূর্তি বানিয়ে তাদেরকেও শরীকদার মনে করতো এবং এ সমস্ত দেব-দেবী,সমাজপতি, রাষ্ট্রপতির পূজা অর্চনা করতো। নূহ (আ:) এর পরে আ'দ জাতি এ সমস্ত শিরকী কর্মকান্ডে জড়িয়ে পড়ে এবং সমাজে অনাচার, জুলুম, নিপীড়ন ও অত্যাচার ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। এদেরকে সংশোধন ও সতর্ক করার জন্যে আল্লাহ তায়ালা হুদ (আ:) কে প্রেরণ করেন।

বিভিন্ন সুরার উল্লেখিত আদ জাতি ও হযরত হুদ (আ:) এর দাওয়াত জাতির জওয়াব এবং পরিণামে সংক্রান্ত আয়াতগুলো কয়েকটি খণ্ডে পেশ করা হবে ইনশাল্লাহ।

<u>পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে:</u>

১. আর আমরা আদ জাতির কাছে পাঠিয়েছিলাম, তাদেরই ভাই হুদকে। সে তাদের বলেছিল, হে আমার কওম তোমরা এক আল্লাহর দাসত্ব করো, তিনি ছাড়া তোমাদের আর ইলাহ নেই।

وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا ۚ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ
إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۖ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ ﴿٥٠﴾

আর আদ জাতির প্রতি আমি তাদের ভাই হুদকে প্রেরণ করেছি; তিনি বলেন-হে আমার জাতি, আল্লাহর বন্দেগী কর, তিনি ছাড়া তোমাদের কোন মাবুদ নেই, তোমরা সবাই মিথ্যা আরোপ করছ। (সূরাঃ হুদ ১১:৫০)

২. হে আমার কওম ! আমি তো এ কাজের জন্যে তোমাদের কাছে কোনো প্রকার পারিশ্রমিক চাই না।

يَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا ۖ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي ۖ
أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٥١﴾

হে আমার জাতি! আমি এজন্য তোমাদের কাছে কোন মজুরী চাই না; আমার পারিশ্রমিক তাঁরই কাছে যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন; তবু তোমরা কেন অনুধাবন করো না? (সূরাঃ হুদ ১১:৫১)

৩. হে আমার কওম ! তোমরা ক্ষমা প্রার্থনা করো তোমাদের প্রভুর কাছে, অতঃপর ফিরে এসো তার দিকে । তিনি তোমাদের জন্যে আকাশ থেকে প্রচুর পানি বর্ষণ করবেন এবং বর্তমান শক্তির সাথে আরো শক্তি বাড়িয়ে দেবেন ।

وَيٰقَوْمِ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْٓا اِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَآءَ عَلَيْكُمْ
مِّدْرَارًا وَّ يَزِدْكُمْ قُوَّةً اِلٰى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِيْنَ ﴿٥٢﴾

আর হে আমার কওম! তোমাদের পালন কর্তার কাছে তোমরা ক্ষমা প্রার্থনা কর, অতঃপর তাঁরই প্রতি মনোনিবেশ কর; তিনি আসমান থেকে তোমাদের উপর বৃষ্টি ধারা প্রেরণ করবেন এবং তোমাদের শক্তির উপর শক্তি বৃদ্ধি করবেন, তোমরা কিন্তু অপরাধীদের মত বিমুখ হয়ো না। (সূরাঃ হুদ ১১:৫২)

৪. তারা বলেছিল, হে হুদ, তুমি তো আমাদের কাছে কোনো স্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে আসো নি । আমরা তো তোমার কথায় আমাদের ইলাহদের (দেব-দেবীদের) পরিত্যাগ করতে পারি না ।

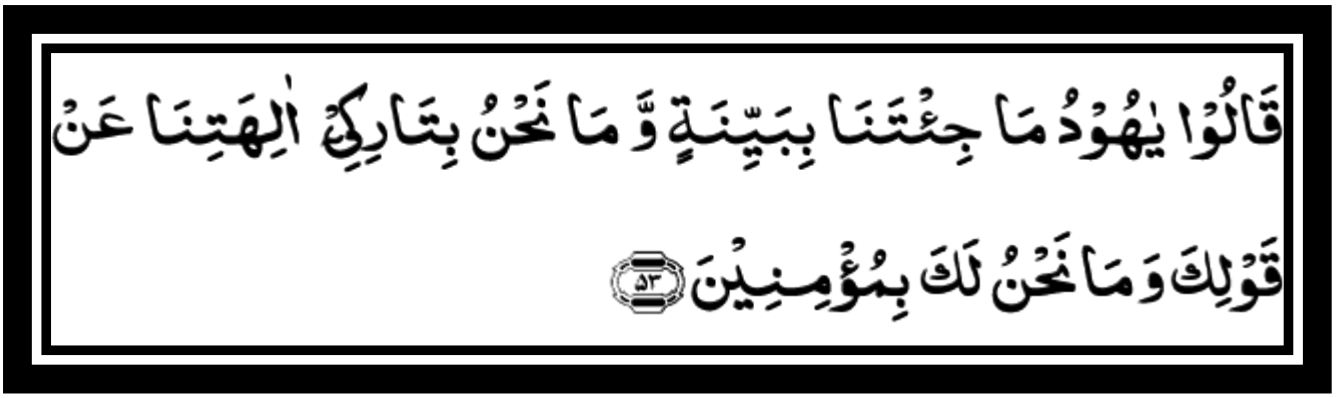
قَالُوْا يٰهُوْدُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَّ مَا نَحْنُ بِتَارِكِيْٓ اٰلِهَتِنَا عَنْ
قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِيْنَ ﴿٥٣﴾

তারা বলল-হে হুদ, তুমি আমাদের কাছে কোন স্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে আস নাই, আমরা তোমার কথায় আমাদের দেব-দেবীদের পরিত্যাগ করতে পারি না আর আমরা তোমার প্রতি ঈমান আনয়নকারীও নই । (সূরাঃ হুদ ১১:৫৩)

Click here http://www.morningbrightness.fi/

৫. কওমের লোকেরা বলেছিল, আমরা বলছি তোমাদের (হুদ ও তার সাথীদের) উপর আমাদের দেব-দেবীদের অভিশাপ পড়েছে। হুদ বলেছিল, আমি আল্লাহকে সাক্ষী বানাচ্ছি এবং তোমরাও সাক্ষী থাকো, তোমরা যাদেরকে আল্লাহর সাথে শরীক করছো আমি তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করছি।

اِنْ نَّقُوْلُ اِلَّا اعْتَرٰىكَ بَعْضُ اٰلِهَتِنَا بِسُوْٓءٍ ؕ قَالَ اِنِّیْٓ اُشْهِدُ اللّٰهَ
وَاشْهَدُوْٓا اَنِّیْ بَرِیْٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ ۙ﴿۵۴﴾

বরং আমরাও তো বলি যে, আমাদের কোন দেবতা তোমার উপরে অশুভ দ্বারা আবিষ্ট করেছে। হুদ বললেন-আমি আল্লাহকে সাক্ষী করেছি আর তোমারও সাক্ষী থাক যে, আমার কোন সম্পর্ক নাই তাঁদের সাথে যাদের কে তোমরা শরিক করছ; (সূরাঃ হুদ ১১:৫৪)

৬. আল্লাহ ছাড়া তোমরা সবাই মিলে আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করো, তারপর আমাকে কোনোও অবকাশ দিও না।

مِنْ دُوْنِهٖ فَكِیْدُوْنِیْ جَمِیْعًا ثُمَّ لَا تُنْظِرُوْنِ ﴿۵۵﴾

আল্লাহ ব্যতীত, তোমরা সবাই মিলে আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করো, অতঃপর আমাকে কোন অবকাশ দিও না। (সূরাঃ হুদ ১১:৫৫)

৭. আমি তো তাওয়াক্কুল করেছি আল্লাহর উপর যিনি আমার প্রভু ও তোমাদেরও প্রভু। এমন কোনো জীব নেই, যে তার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে নেই।

اِنِّیْ تَوَكَّلْتُ عَلَی اللّٰهِ رَبِّیْ وَ رَبِّكُمْ ؕ مَا مِنْ دَآبَّةٍ اِلَّا هُوَ اٰخِذٌۢ
بِنَاصِیَتِهَا ؕ اِنَّ رَبِّیْ عَلٰی صِرَاطٍ مُّسْتَقِیْمٍ ﴿۵۶﴾

আমি আল্লাহর উপর নিশ্চিত ভরসা করেছি যিনি আমার এবং তোমাদের প্রতিপালক। পৃথিবীর বুকে বিচরণকারী এমন কোন প্রাণী নাই যা তাঁর পূর্ণ আয়ত্তাধীন নয়। আমার পালকর্তার সরল পথে সন্দেহ নেই। (সূরাঃ হুদ ১১:৫৬)

৮. আর তোমরা যদি মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে জেনে রাখো আমি তোমাদের কাছে যে বার্তা নিয়ে প্রেরিত হয়েছি, তা তোমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছি। আমার প্রভু তোমাদের পূর্ববর্তী ভিন্ন কোনো কওমকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন।

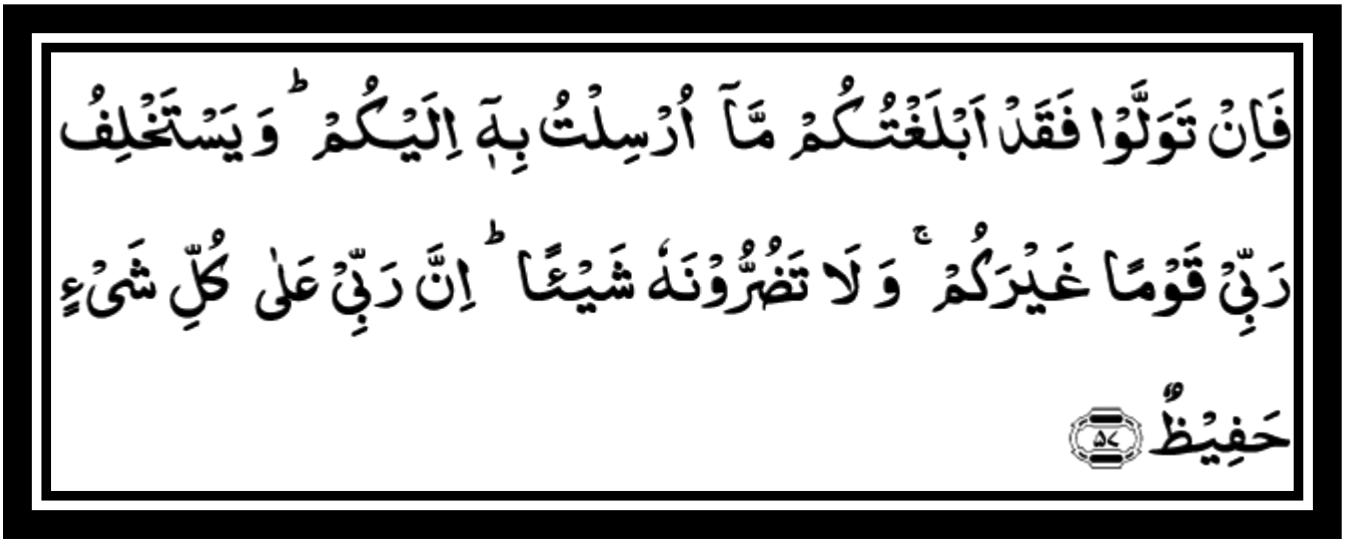
فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَّا أُرْسِلْتُ بِهِۦٓ إِلَيْكُمْ ۖ وَيَسْتَخْلِفُ
رَبِّى قَوْمًا غَيْرَكُمْ ۚ وَلَا تَضُرُّونَهُۥ شَيْـًٔا ۗ إِنَّ رَبِّى عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ
حَفِيظٌ ﴿٥٧﴾

তথাপি যদি তোমরা মুখ ফেরাও, তবে আমি তোমাদেরকে তা পৌছিয়েছি যা আমার কাছে তোমাদের প্রতি প্রেরিত হয়েছে; আর আমার পালনকর্তা অন্য কোন জাতিকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন, আর তোমরা তাঁর কিছুই বিগড়াতে পারবে না; নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক প্রতিটি বস্তুর হেফাজতকারী। (সূরাঃ হুদ ১১:৫৭)

৯. তারপর যখন আমাদের নির্দেশ এসে পৌঁছে, আমরা হুদকে এবং তার সাথে যারা ঈমান এনেছিল তাদেরকে আমাদের দয়ায় নাজাত দিয়েছিলাম।

وَلَمَّا جَآءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مَعَهُۥ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا ۚ
وَنَجَّيْنَٰهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴿٥٨﴾

আর আমার আদেশ যখন উপস্থিত হল, তখন আমি নিজ রহমতে হুদ এবং তাঁর সঙ্গী ঈমানদারগণকে পরিত্রাণ করি এবং তাদেরকে এক কঠিন শাস্তি থেকে রক্ষা করি। (সূরাঃ হুদ ১১:৫৮)

Click here http://www.morningbrightness.fi/

১০. তারা ছিল আদ জাতি, তারা তাদের প্রভুর আয়াত অস্বীকার করেছিল এবং তাঁর রাসূলকে অমান্য করেছিল এবং প্রত্যেক অহংকারী স্বৈরাচারী অনুসরণ করেছিল।

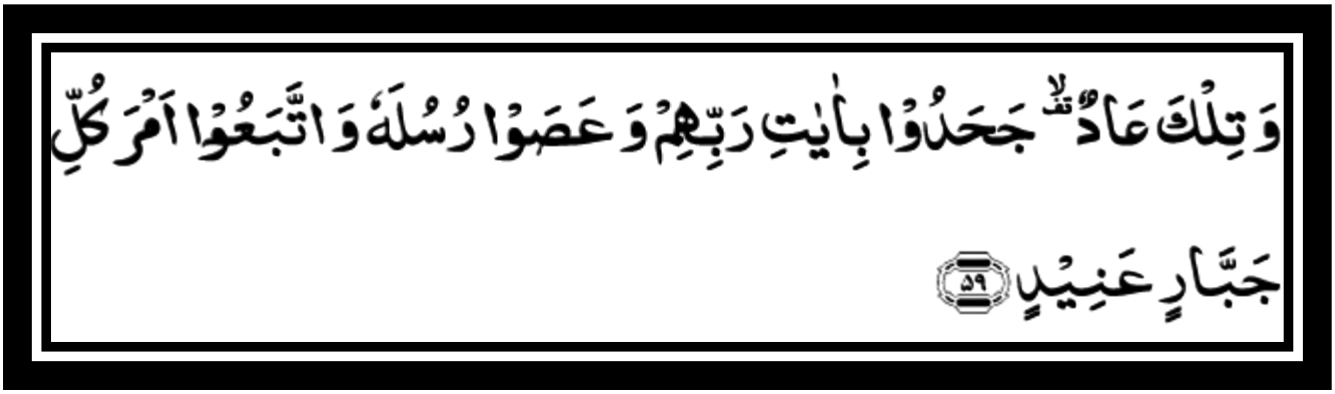

এ ছিল আদ জাতি, যারা তাদের পালনকর্তার আয়াতকে অমান্য করেছে, আর রসূলগণের অবাধ্যতা করেছে এবং প্রত্যেক উদ্ধত বিরোধীদের আদেশ পালন করেছে। (সূরাঃ হুদ ১১:৫৯)

১১. দুনিয়ার জীবনে তাদের অভিশাপগ্রস্থ করা হয়েছিল এবং কিয়ামতের দিনও তারা হবে অভিশাপগ্রস্থ। সাবধান, আদ জাতি তাদের প্রভুকে অস্বীকার করেছিল। সাবধান, নিপাত গিয়েছিল আদ জাতি, যারা ছিল হুদের কওম।

এ দুনিয়ায় তাদের পিছনে পিছনে লা'নত রয়েছে এবং কেয়ামতের দিনেও; জেনে রাখ, আদ জাতি তাদের পালনকর্তাকে অস্বীকার করেছে, হুদের জাতি, আদ জাতির প্রতি অভিসম্পাত রয়েছে জেনে রাখ। (সূরাঃ হুদ ১১:৬০)

সুতরাং প্রিয় ভাই ও বোনেরা, আল্লাহ ও তার রাসূলের অবাধ হাওয়া, অস্বীকার করার পরিণাম দুনিয়ায় ও আখেরাতে অভিশাপগ্রস্থ।

যাকে আল্লাহ অভিশাপ দেন, সে দুনিয়া ও আখেরাতে কোনো কল্যাণ পেতে পারে না। অধিকন্তু কঠিন আযাবে নিপতিত হবে।

আল্লাহ আমাদের তার অভিশাপ থেকে রক্ষা করুন। আল্লাহর সাথে শিরক না করা এবং কুরআন ও হাদিস মোতাবেক চলার মাধ্যমেই শুধু আমরা আল্লাহর অভিশাপ ও গজব থেকে পরিত্রাণ পেতে পারি।
আল্লাহ আমাদের সাহায্য করুন।

আমীন

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ